on of the Stuart family, was the grand topic of attention. When a motion was made against him in Parliament, Dr. Friend made the most strenuous efforts in his favor. The difficulty of the times had invested the Minister with very great power, and several persons of consequence were committed to prison, and among others Dr. Friend, charged on suspicion of high treason. After a confinement of several months, he was admitted to bail.

The mode in which his liberation was procured was very remarkable, and does infinite honor to the memory of his friend, Dr. Mead. Being called to attend Sir Robert Walpole, the minister, in sickness, Mead refused to undertake his cure, unless Dr. Friend was first set at liberty. This procured his liberation. At the time of his arrest, Dr. Friend was in the most extensive practice, a large part of which

সিংহাসনে উপবিষ্টকরণার্থে আউরবরিনামক এক ব্যক্তি যে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সকল লোক অতিশয় ব্যস্ত ছিল। যখন পার্লিমেণ্টে ঐ আউরবরির প্রতিকূলে এক প্রস্তাব হইল তখন ডাক্তর ফ্রেণ্ডনামক এক জন তাহার আনুকূল্যে অতিশয় যত্ন করিলেন। সেই বিভ্রাটকালে রাজার উজীর অধিক পরাক্রমবিশিষ্ট হইলেন ইহাতে অনেক মান্য লোক কারাগারে বদ্ধ হইলেন। তাঁহারদের মধ্যে ঐ ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব রাজবিদ্রোহি অপরাধের সন্দেহপ্রযুক্ত কয়েদ হইলেন। কএক মাস সেখানে কয়েদথাকনের পর তিনি জামিন দিয়া মুক্ত হইলেন।

তিনি যেরূপে খালাস পাইলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য এবং তাহাতে তাঁহার মিত্র ডাক্তর মিড সাহেবের অতিশয় সম্ভ্রমবৃদ্ধি হয়। সর্ রবর্ট ওয়াল্পোলনামক রাজার উজীর পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। মিড সাহেব পঁহুছিয়া তাঁহাকে কহিলেন যে আমার মিত্র ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব যেপর্য্যন্ত খালাস না হন সেপর্যন্ত আমি তোমার কিছু চিকিৎসা করিব না তাহাতে তিনি খালাস পাইলেন। ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব যে সময়ে কয়েদ হন সে সময়ে তাঁহার অতিশয় বাহুল্যরূপে চিকিৎসা ব্যবসায় ছিল এবং

fell into the hands of Mead ; but disdaining to take advantage of his friend's confinement, he made over to him on his release, Five Thousand guineas, being the full amount of all the fees he had received from Dr. Friend's patients during his confinement.

66. *Horatius Cocles.*

The Romans beaten by Porsenna, fled in disorder to Rome, with the enemy close at their heels. There was a wooden bridge over the Tiber, which gave entrance into Rome. Porsenna pressed so hard on them, that there was the most imminent danger of both friend and foe entering the city together over the bridge. In this emergency, one man alone of all the Romans conceived the idea of stemming the tide of pursuit; discarding all considerations of personal hazard, he resolved to devote himself to the glorious achievement.

তাঁহার রোগির অধিকাংশ ডাক্তর মিড সাহে
বের হস্তগত লইল। কিন্তু স্বকীয় মিত্রের কয়েদে
তাঁহার কিছু নিজ উপকার হয় এই চিন্তা অতি
শয় হেয় জ্ঞান করিয়া ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেবের ক
য়েদের সময়ে তাঁহার রোগির স্থানে তিনি যে
পঞ্চান্ন হাজার টাকা বেতন পাইয়াছিলেন তা
হা সমুদয় তাঁহাকে দিলেন।

৬৬ হোরেসিয়স কক্লিস।

রোমাণেরা পরসেনা রাজাকর্ত্তৃক পরাজিত
হইয়া অতি গোলমালে রোম নগরে পলায়ন
করিল এবং বিপক্ষেরা তাহারদের পশ্চাৎ২
ধাবমান হইল। টৈবর নদীর উপরে কাঠুয়া এক
সাঁকো দিয়া রোম নগরে যাইবার পথ ছিল।
পরসেনা রোমাণেরদের উপরে ধাবমান হইয়া এ
মত নিকটবর্ত্তী হইল যে মিত্র শত্রু উভয়ে সেই সাঁ
কোর দ্বারা এক কালে নগরের মধ্যে প্রবেশ ক
রে এতদ্বিষয়ে অতিশয় ভয় জন্মিল। এই সঙ্কট স
ময়ে রোমাণেরদের মধ্যে কেবল এক জন ধাবমা
ন শত্রুরদের স্রোতঃ থামাইতে কল্পনা করিলেন
অতএব সঙ্কটের সকল চিন্তা দূর করিয়া তিনি এ
ই ঐশ্বর্য্যশালি কীর্ত্তিতে আপন প্রাণ বিয়োগ ক
রিতে নিশ্চয় করিলেন। অনুবর্ত্তি শত্রুরা যেমন

He turned round on the pursuing host as they were entering on the bridge, and with his single arm maintained the pass against them.

He fought with incomparable skill and valour, laid several of the enemy dead at his feet, and wounded many more. Meanwhile his fellow-soldiers were employed in cutting down the wooden bridge behind him; maintaining the fight till he saw the bridge thus destroyed, he leaped into the Tiber, armed as he was, and swam in safety to the opposite bank, having only received one wound in his thigh. The destruction of the bridge prevented the enemy's entering the city. The name of this patriot and hero was Horatius Cocles. The Consul in gratitude for the service he had performed, proposed to the Roman people, that each of them should give him as much as would maintain him for a day, and that he should besides, have as much of the public lands as he could compass in one day with a

সাঁকোর উপরে আগমন করিল তেমন তিনি তা হারদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া আপনি একাকী বাহুবলে তাবৎ বিপক্ষেরদের সেই পথ রুদ্ধ ক রিলেন।

তিনি অনুপম নিপুণ ও সাহসিক যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষেরদের মধ্যের অনেককে খুন করিয়া আপ ন পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন অনেককেও আঘা তী করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহযোদ্ধারা সেই কাষ্ঠের সাঁকো তাঁহার পশ্চাৎদিগে কাটি তে লাগিল এবং যেপর্য্যন্ত তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পশ্চাৎ সাঁকো নষ্ট না হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তিনি অনবরত যুদ্ধ করিয়া পরে ঐ টৈবর নদীতে অস্ত্রসমেত লম্ফ দিয়া সন্তরণের দ্বারা নি র্বিঘ্নে কিনারা পাইলেন কেবল তাঁহার জঙ্ঘাতে এক আঘাত লাগিয়াছিল। এই স্বদেশ হিতৈসি ওবীয়ের নাম হরেসিয়স কক্লিস। সংক্রম ভগ্ন হ ওয়াতে বিপক্ষেরা নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না রোমাণেরদের অধ্যক্ষ তাঁহার এই কর্ম্মের কৃ তজ্ঞতা স্বীকারসূচক এই প্রসঙ্গ রোমাণেরদের নি কটে করিলেন যে নগরস্থ সকলেই এক২ দিন ক রিয়া তাঁহাকে আহার দেন এবং তিনি আপন লাঙ্গলের দ্বারা যত ভূমি এক দিবসে বেষ্টন করি তে পারেন তত ভূমি তিনি সরকারহইতে পান।

plough. Not only were these rewards cordially granted him, but a statue was ordered to be erected to his honour in the temple of Vulcan.

67. *Simonides.*

Simonides, a Greek poet, was asked by the king of Syracuse, What is God? He desired a day to think upon it. When the day was ended, he desired two days, and when these had elapsed, he desired four days more; thus he constantly doubled the number of days in which he desired to think of God, before he would give an answer. The king at length expressed his surprize at his behaviour, upon which the poet replied, the more I think of God the less am I able to comprehend him.

68. *Reply of a little boy.*

A little boy of great quickness being in the presence of a clergyman, he asked the lad

এই সকল পারিতোষিক তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে দেওয়া গেল এবং তদতিরিক্ত বরুননামক দেবতার মন্দিরে তাঁহার সম্মুমার্থে এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে উদ্যোগ হইল।

৬৭ সিমনিদিস।

সিমনিদিসনামক গ্রীকদেশস্থ এক জন কবিকে সিরাকুশের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঈশ্বর কি। তিনি উত্তর করিলেন এ বিষয়ে এক দিন চিন্তা করিতে হইবে ঐ দিন গত হইলে তিনি আরো দুই দিবস প্রার্থনা করিলেন এবং সেই দুই দিবস অতীতে তিনি আরো চারি দিন যাজ্ঞা করিলে।এই রূপে উত্তরদেওনের পূর্ব্বে ঈশ্বরের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে তিনি প্রতিদিন দ্বিগুণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর রাজা এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য জানাইলেন তাহাতে কবি এই উত্তর করিলেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে যত অধিক আমি চিন্তা করি তত তাঁহার কিছুই অনুসন্ধান পাই না।

৬৮ ক্ষুদ্র বালকের উত্তর।

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক এক জন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে

where God was, and promised to give him an orange for his reply. The lad replied, tell me where he is not, and I will give you two.

69. *Perseverance.*

King Robert Bruce, who restored the Scottish monarchy, being out one day reconnoitering the army of the enemy, lay at night in a barn. Awakening in the morning he beheld a spider climbing up to the roof. The insect fell to the ground, but made a second attempt. He fell a second time, and then made a third essay, which was alike unsuccessful. The monarch reclining on the couch, saw him thus make twelve successive endeavors to reach the roof, and baffled in them all; but the thirteenth effort was crowned with success. The king starting from his couch, exclaimed, this little insect shall be my instructor; I will follow its example; twelve times been have I defeated in battle with the enemies of my country, I

আমি তোমাকে একটা কমলা নেবু পারিতোষি
ক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে
নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া
দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলা নেবু দিব।

৬৯ স্থিরপ্রতিজ্ঞতা।

রবর্ট ব্রুসনামক রাজা স্কটলণ্ড রাজ্য পুনরুদ্ধার
করিলেন। তিনি এক দিন বিপক্ষেরদের সৈন্যের
ভেদ জানিতে গমন করিয়া রাত্রিযোগে মাঠে
এক কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলেন। প্র
ত্যুষে জাগৃত হইয়া তিনি দেখিলেন যে একটা মা
কড়সা ঘরের মুদুমপর্য্যন্ত উঠিতে উদ্যত পরে সে
খানে না পঁহুছিতেং ভূমিতে পড়িয়া দ্বিতীয়বার
ঐরূপ উদ্যোগ করিল। দ্বিতীয়বারো ভূমিপতিত
হইল অপর তৃতীয়বার উদ্যোগ করাতে সেবারো
নিষ্ফল হইল। রাজা শয্যায় শয়ন করিয়া দেখি
লেন যে মাকড়সা একাদিক্রমে বারোবার এইরূপ
উদ্যোগ করিল এবং প্রতিবারই অচরিতার্থ হইল
কিন্তু ত্রয়োদশ বারের উদ্যোগে কৃতকার্য্য হইল।
রাজা তৎক্ষণাৎ শয্যাহইতে শীঘ্র গাত্রোত্থান ক
রিয়া কহিলেন যে এ ক্ষুদ্র কীট আমার গুরু হইল
আমি তাহার মতে চলিব। আমি স্বদেশস্থ বি
পক্ষেরদের সঙ্গে সংগ্রামে দ্বাদশবার পরাজিত
হইয়াছি বটে কিন্তু ত্রয়োদশবার উদ্যোগ করিব।

will make a thirteenth effort. In a few days he fought the battle of Bannockburn, which liberated his country from a foreign yoke.

Reply of a poor Arab.

A poor Arabian of the desert was one day asked how he came to be assured that there was a God. He replied, as I am able to tell by seeing the impression on the sand, whether a man or a beast has passed over it, so by looking abroad on the world, I am convinced that there is a God.

71. *Roman Law.*

The Romans had a law, that no person should approach the emperor's tent at night on pain of death. It happened one night that a soldier was seen at the door of the emperor's tent with a petition in his hand. He was apprehended, and was about to be led out to execution, when the emperor stepped forward and said, if the petition be for himself, let him

অল্প দিন পরে তিনি বানকবর্ণ স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া স্বদেশকে বিদেশীয় রাজার যোঁআলিহইতে মুক্ত করিলেন।

৭০ দরিদ্র আরবের উত্তর।

মরুভূমিনিবাসি অতিশয় দরিদ্র আরবীয় লোককে এক জন এক দিবস জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কিরূপে জান যে ঈশ্বর আছেন। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যেরূপে বালুকার উপরে পদচিহ্ন দেখিয়া আমি নিশ্চয় করিতে পারি যে সেই দিগ দিয়া মানুষ কি পশু গমন করিয়াছে সেইরূপে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি যে অবশ্য ঈশ্বর আছেন।

৭১ রোমাণীয় ব্যবস্থা।

রোমাণীয় এই ব্যবস্থা ছিল যে রাত্রিযোগে বাদশাহের তাম্বুর নিকটে যে আগমন করে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। দৈবাৎ এক রাত্রিতে এক জন সৈন্য দরখাস্ত হস্তে করিয়া আগমন করত বাদশাহের তাম্বুর নিকটে দৃষ্ট হইল। তাহাতে সে অভাগা ধৃত হইল কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডকরণের সময় উপস্থিত হইলে বাদশাহ অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে সে দরখাস্তে যদি তাহার নিজের কোন প্রার্থনা থাকে তবে সে মরুক কিন্তু যদি অন্যের

die; if for another, let him live. It was found on examination that the petition of the poor soldier prayed for the lives of two of his comrades, who having been found asleep on the watch, had been condemned to death.

72. *Remedy against Discontent.*

If those who are discontented with their lot in this world would look around, they would find themselves surrounded with sufferers. An Eastern prince having lost a favorite daughter, applied to a sage to restore her to life. I will restore thy daughter to thee, replied the sage, if thou canst find three persons who have never mourned. It is said that the prince made all possible inquiry for three such men, but meeting with disappointment, was completely silenced.

73. *Thirst for riches.*

Dr. Franklin who died about thirty-eight years ago in America, was one of the greatest

নিমিত্তে নিবেদন থাকে তবে সে বাঁচুক পরে পা ঠকরণেতে দেখা গেল যে সেই দরিদ্র সিপাহীর দুই জন সহযোদ্ধা চৌকীদেওনসময়ে নিদ্রিত হওয়াতে তাহারদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল এবং সেই দরখাস্তের দ্বারা তাহারদের প্রাণদণ্ডের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

৭২ অসন্তোষের ঔষধ।

পৃথিবীর মধ্যে যাহারা আপনারদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট তাহারা চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিলে সকলকে দুরবস্থাপন্ন দেখিবে। পূর্ব্বদেশস্থ এক রাজার অতিশয় প্রিয়তমা এক কন্যা মরিলে তিনি এক মুনির সমীপে তাহাকে পুনর্জ্জীবিতা করণার্থে প্রার্থনা করিলেন। মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে কখন শোক করে নাই এমত তিন জনকে যদি আমাকে দর্শাইতে পার তবে আমি তোমার কন্যাকে যমালয়হইতে ফিরিয়া আনিব। কথিত আছে যে রাজা এইমত ব্যক্তির অন্বেষণ সর্ব্বত্র করিলেন কিন্তু তাহা না পাওয়াতে একেবারে স্তব্ধ হইলেন।

৭৩ ধনাকাঙ্খিতা।

ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব প্রায় আটত্রিশ বৎসর হইল আমেরিকাদেশে পরলোকগত হন

philosophers in the world. A youth once asked him how it was that those who possessed great riches were still anxious to gain more. He then brought forward the instance of a rich merchant, whose wealth was unbounded, but who seemed as solicitous about accumulating riches as though he did not possess a farthing. Franklin instead of replying to him, took down a fruit from a basket and gave it to a child who was then in the room. The fruit was so large that the child could scarcely grasp it. He then gave it another, which filled the other hand; he then chose a third of a larger size and presented it to the child, who made many efforts to grasp all three; but not succeeding, threw down the third on the floor and burst into tears. Franklin then turned to his friend and said, See, there is a little man with more riches than he can enjoy.

74. *Punishment of rapacity.*

A country-man presented a king of France

তিনি পণ্ডিতেরদের মধ্যে চূড়ামণি ছিলেন। এক জন যুবা এক দিবস তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিল যে হে মহাশয় যাহারদের ধনের প্রাচুর্য্য আছে তাহারা কি নিমিত্তে অধিক ধনাকাঙ্খা করে। অপর তিনি অতিধনি এক মহাজনের প্রমাণ দিলেন যে তাহার অর্থের শেষ নাই তথাপি এক কপর্দ্দকো না থাকিলে যেরূপ ধনাভিলাষী হয় সেরূপ এখনো আছে। ফ্রাঙ্কলিন তাহাকে কিছু উত্তর না দিয়া এক চুপড়িহইতে এক ফল নামাইয়া তৎসমীপস্থ এক বালককে দিলেন। ফল এইমত বৃহৎ যে ঐ বালকের হস্তে তাহা প্রায় ধরে না। অপর তিনি তাহাকে অন্য এক ফল দান করিলেন তাহাতে অন্য হস্ত পরিপূর্ণ হইল। অপরঞ্চ তৃতীয়তঃ অতিবৃহৎ এক ফল চুপড়িহইতে বাচিয়া শিশুকে দিলেন বালক তিনটি ফল গ্রহণ করিতে অনেক যত্ন করিল কিন্তু তাহার উদ্যোগ নিষ্ফল হওয়াতে সে তৃতীয় ফল মেজিয়ার উপরে ফেলিয়া দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ফ্রাঙ্কলিন তৎক্ষণাৎ আপন মিত্রের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন যে দেখ এই এক ক্ষুদ্র মানুষ যে ধন ভোগ করিতে না পারে সেই ধনের অভিলাষী।

৭৪ অত্যন্ত লোভের প্রতিফল।

এক জন কৃষক ফ্রান্সদেশের এক রাজাকে বৃহৎ

with a turnip of an unusual size. The king, delighted with the simplicity of the man, ordered him a thousand crowns. A courtier seeing so large a reward bestowed for so trifling a gift, bought a handsome horse and presented it to the king, in the hope of a larger reward; but the king perceiving his object, only ordered the turnip to be given to him, saying it had cost him a thousand crowns.

75. *Alexander the Great.*

Alexander the Great had a celebrated but indigent philosopher at his Court, who being once greatly straitened in his circumstances, applied to the monarch for relief. The monarch immediately gave him an order on his treasury for whatever he wanted. He instantly went and demanded a thousand pounds of the treasurer, who surprized at so large a demand refused to give it. until he received an order from Alexander himself. Alexander heard his representation with pati-

এক গাজর উপঢৌকন দিল। বাদশাহ তাহার সারল্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা করিলেন। এক জন অমাত্য এইমত ক্ষুদ্র বস্তুর এইমত পারিতোষিক দেখিয়া উত্তম এক অশ্ব ক্রয় করিয়া অধিক পারিতোষিকের লোভে বাদশাহকে উপঢৌকন দিল। বাদশাহ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে সেই গাজর দিয়া কহিলেন যে মহাশয় হাজার টাকার গাজর লও।

৭৫ সেকন্দর শাহ।

সেকন্দর শাহের দরবারে অতিবিখ্যাত অথচ দরিদ্র এক জন পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে টাকার নিমিত্তে প্রচুর ক্লেশ পাইয়া বাদশাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সেকন্দর শাহ তৎক্ষণাৎ তাহার যত ইচ্ছা খাজাঞ্চীর নিকটহইতে তত লইতে হুকুম দিলেন। তিনি অবিলম্বে খাজাঞ্চীর সমীপে গিয়া দশ সহস্র টাকা চাহিলেন। কোষাধ্যক্ষ তাহার এমত অধিক প্রার্থনাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন যে বাদশাহের জোবানী না শুনিয়া আমি এত টাকা দিতে পারি না। সেকন্দর শাহ তাহার দরখাস্ত মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে তাহাকে এই

ence, but as soon as he had finished, said, 'Let the money be instantly paid. I am delighted with the philosopher's way of thinking; he has done me great honor; by the largeness of his request, he has shewn the high idea he entertains of my wealth and my munificence.'

76. *Pertinent reasoning of a peasant.*

A Protestant who rented some land from a Catholic Nobleman in Scotland, having fallen behind in his payments, the steward during the absence of the nobleman seized his agricultural stock, and advertized it for sale; the poor farmer used every entreaty with him and with the under-steward, but in vain. Happily, the nobleman returned before the sale took place, and the farmer immediately waited on him and told his sad tale, which touched the heart of his landlord, and induced him to grant an order forbidding the sale of his cattle. As the farmer was retiring with a cheerful counte-

ক্ষণেই সে সকল টাকা দেও। পণ্ডিতের বিবেচনা তে আমি যথেষ্ট সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছি তিনি আমার অতিশয় সম্মান করিয়াছেন। আমার ধন অশেষ দানশৌণ্ডতাও অসীম ইহা যদি জ্ঞান না করিতেন তবে কখন এমত বাহুল্যরূপে টাকা প্রার্থনা করিতেন না।

৭৬ কৃষকের যুক্তি।

এক জন প্রটেষ্টাণ্ট স্কটলণ্ডদেশের এক জন কাতোলীক কুলীনের স্থানে কিছু ভূমি খাজানা করিয়া লইয়াছিল। তাহার খাজানা কিছু বাকী পড়াতে গোমাস্তা কুলীন বর্ত্তমান না থাকাতে তাহার বলদলাঙ্গলপ্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহা নীলামকরণার্থে ইশ্‌তিহার দিল। কৃষক তাঁহাকে ও তাঁহার মুহুরিকে ঐ দ্রব্যাদি নীলাম না করিতে অনেক মিনতি করিল কিন্তু তাহা মিথ্যা হইল। সুযোগক্রমে নীলামকরণের পূর্ব্বে ঐ কুলীন ফিরিয়া আইলেন। কৃষক তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার দুঃখের বিষয় নিবেদন করিল ইহাতে ঐ জমীদারের অন্তঃকরণ কোমল হইলে তাহার বলদপ্রভৃতি নীলাম নিবারণকরণের এক পরওয়ানা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ কৃষককে দিলেন। কৃষক অতিশয় প্রফুল্লবদনে প্রস্থান করত কুটরীর চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিয়া কতক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া

nance, he looked round the room and seeing a number of images, expressed his surprize, and wished to know what they were. The nobleman replied, 'they are the representatives of the saints, who intercede with God for me.' 'My Lord,' said the poor farmer, 'would it not be better for you to apply to God yourself for the favors you require? How long did I entreat your steward and his deputy to spare my cattle, but in vain; had I not come at last to your Lordship's self, I should never have obtained my request.'

77. *Beerbhur.*

It is said that Beerbhur, a very wise counsellor of the emperor Akbar, was one day walking out with him and a number of the courtiers on the banks of the Jumna. The emperor with the wand in his hand drew a stroke on the sands, and then turning to his courtiers, asked them to make the stroke appear less without touching it. They all set their wits to

চমৎকার বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় এ সকল কি। কুলীন কহিলেন যে ঈশ্বরের নিকটে যে ধার্ম্মিকেরা আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করেন তাঁহারদের প্রতিমূর্ত্তি এই২। দরিদ্র কৃষক কহিল যে হে মহাশয় আপনি ঈশ্বরের নিকটে যদ্বিষয়ের অর্থী তাহা আপনি একেবারে ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন কেন না করেন। দেখুন মহাশয় আমার বলদইত্যাদি নীলাম না করিতে আমি মহাশয়ের গোমাস্তার ওতাঁহার নায়েবের পায়ে ধরিয়া সাধিলাম কিন্তু যদি আমি মহাশয়ের নিকটে না আসিতাম তবে কোনপ্রকারে কৃতকার্য্য হইতাম না।

৭৭ বীরবর।

কথিত আছে যে আকবর শাহের বীরবরনামক অতিবিজ্ঞ এক মন্ত্রী এক দিন যমুনা নদীর তীরে বাদশাহের ও তাঁহার অনেক অমাত্যগণের সহিত ভ্রমণ করেন। এমত সময়ে বাদশাহের হস্তে যে এক যষ্টি ছিল তদ্দ্বারা বালিতে এক রেখা টানিয়া আপনার অমাত্যেরদের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন এই রেখা স্পর্শ না করিয়া এমত কর যে তাহা খাটো দেখায়। তাহারা সকলেই অতিশয় বিবেচনাকরণানন্তর কিছুই স্থির করিতে পারিল

work, but to little purpose. The emperor then turned to Beerbhur and made the same request to him. He begged the wand in his Majesty's hand, and immediately drew a longer stroke along side of the first; the monarch expressed much gratification at his success. The envy which leads a man to detract from his neighbour's excellencies, is misplaced; let him reduce his neighbour to insignificance, by exhibiting superior virtue.

73. *The Caliph Hegiage.*

The Caliph Hegiage, who was terrible to all his subjects by his cruelty, passed through the deserts of his empire without any retinue. He one day met an Arab, and said to him, 'Who is this Hegiage, of whom every one speaks.' The peasant replied, "He is not a man, but a tyger." Hegiage asked why he reproached him. The Arab replied, "He has committed a thousand crimes; he has shed the blood of a million of his subjects." Hegiage

না। অপর বাদশাহ বীরবরের প্রতি ফিরিয়া তাঁহাকেও তদ্রূপ আজ্ঞা করিলেন। তিনি যাক্রাপূর্ব্বক বাদশাহের হস্তস্থিত যষ্টি লইয়া পূর্ব্বের অঙ্কিত রেখার নিকটে তাহাহইতে দ্বিগুণ এক রেখা করিলেন। বাদশাহ ইহা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অতএব ঈর্ষ্যার দ্বারা প্রতিবাসিরদের অসূয়াকরা অত্যনুচিত বরং যদি প্রতিবাসিরদিগকে ছোট করিতে চাহ তবে তাহারদের অপেক্ষা অধিক গুণ দর্শাও।

৭৮ হেজিয়াজ কালেফ।

হেজিয়াজনামক কালেফ আপনার সমস্ত প্রজার প্রতি কালস্বরূপ ছিলেন। তিনি আপনার রাজ্যের মরুভূমি দিয়া অমাত্যগণব্যতিরেকে ভ্রমণ করিতেন। এক দিবস তিনি আরবীয় এক প্রজাকে সন্দর্শন করিয়া তাহাকে কহিলেন যে সকলেই হেজিয়াজের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে তিনি কে। প্রজা কহিল যে তিনি মনুষ্য নহেন কিন্তু ব্যাঘ্র। হেজিয়াজ কহিলেন যে কি নিমিত্তে তুমি তাঁহাকে ভৎর্সনা কর। আরব প্রত্যুত্তর করিল যে তিনি সহস্র অপরাধগ্রস্ত বিশেষতঃ আপনার প্রজার মধ্যে দশ লক্ষ লোকের রক্তপাত করিয়াছেন। হেজিয়াজ কহিলেন যে

said, 'Have you ever seen him?' "No," replied the peasant. 'Well then,' said Hegiage, 'lift up thine eyes. It is to him thou art speaking.' The Arab, without manifesting the least surprise, looked up to him and said, "Do you know who I am?" No, replied the Caliph. The man said, "I am one of the family of Zobais, every one of whose descendants becomes foolish one day in the year. This is my day for becoming foolish." The Caliph smiled at this excuse, and forgave him.

79. *Pyrrhus.*

Pyrrhus, King of Epirus in Greece, having heard one day that two young men while drinking together, had abused him in very violent language, caused them to be brought into his presence, and asked them if it was true that they had dared to speak in disrespectful language of their Prince. They replied that it was indeed true, and said, that they should

তুমি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ কৃষক প্রত্যুত্তর ক রিল না। হেজিয়াজ কহিলেন যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি কর যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন তিনি হেজিয়াজ। আরব কিঞ্চিন্মাত্র আশ্চর্য্য বোধ না করিয়া তাঁহার মুখের দিগে তাকাইয়া কহি ল তুমি জান আমি কে। কালেফ কহিলেন না। কৃষক প্রত্যুত্তর করিল যে আমি জোবাইসের বং শ্য তাহার সন্তানের প্রত্যেক জন বৎসরের মধ্যে এক দিবস উন্মত্ত হয় আমার ক্ষিপ্ত হওনের দিন এই। কালেফ এই উত্তরে হাস্য করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

৭১ পিরস রাজা।

গ্রীকদেশস্থ ইপৈরস দেশের পিরসনামক রা জা এক দিন শুনিলেন যে দুই জন যুবা একত্র সুরা পানকরত তাঁহার প্রতি অতিশয় গালাগালি ক রিতেছিল। অপর তাহারদিগকে আপনার সম ক্ষে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা রা জার বিপরীতে যে এইরূপ ভৎর্সনা করিতে সাহ সিক হইয়াছ ইহা সত্য কি না। তাহারা প্রত্যু ত্তর করিল যে হে মহারাজ সত্য বটে এবং আ মারদের মদ যদি না ফুরাইয়া যাইত তবে আমরা

have spoken even more violently, if their wine had not failed them. The monarch laughed much at this sally, and pardoned them.

80. *Philopemen.*

Philopemen, a Grecian, one of the most illustrious Captains of his age, marching with his army, moved on before them and arriving first at the place of his encampment, found every one eager in preparing a magnificent repast for him. A woman looking at his countenance took him for one of his servants, from his unpleasant look, and asked him to assist her in cleaving the wood; without saying another word, he took up a hatchet and began to cut the wood with all his might. His principal officers arrived soon after, and seeing him at that employment, asked him what he was doing. He replied with a smiling countenance, that he was paying the penalty of his unfortunate countenance.

তাহাহইতে দশগুণ ভৎর্সনা করিতাম। বাদশাহ এই প্রত্যুত্তরে হাস্য করিয়া তাহারদিগকে মাফ করিলেন।

৮০ ফিলোপিমেন।

গ্রীকদেশস্থ ফিলোপিমেন আপন কালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সেনাপতি। আপনার সৈন্যের সহ গমনকরত তাহারদের কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া শিবিরে প্রথমে পঁহুছিলেন এবং দেখিলেন যে প্রত্যেক জন তাঁহার নিমিত্তে মহাভোজকরত অতিশয় ব্যস্ত। ইত্যবসরে এক জন স্ত্রী তাঁহার কুশ্রী বদন দেখিয়া তাহাকে এক জন ভৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া কাষ্ঠ চিরিয়া আমার উপকার কর ইহা কহিলেন। ইহাতে তিনি এক কথামাত্র না কহিয়া যথাসাধ্য কাষ্ঠ চিরিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহার প্রধান সেনাপতি পঁহুছিয়া তাঁহাকে এইরূপ কর্ম্মকরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় কি করিতেছেন। তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমি আপনার কুশ্রীক বদনের গুনাহগারী দিতেছি।

81. *A just reply.*

Philip, King of Macedon, the father of Alexander the Great, had rendered the Spartans the most eminent services. He was one day attending a great festival when these same Spartans grossly insulted him. His friends exhorted him to punish them for their insolence; but he nobly replied, "If they are so wicked as to insult those who do them good, what will they not do to those who may do them an injury?"

82. *The Emperor Aurelian.*

The Roman emperor Aurelian having arrived before the city of Tigana, found that the inhabitants had shut the gates against him, and swore in his wrath that he would not leave even a dog alive. The soldiers rejoiced on hearing this, fancying that they should obtain great booty. When the town had been taken, the troops begged Aurelian to respect

৮১ যথার্থ উত্তর।

সেকন্দর শাহের পিতা মাকিদোনের রাজা ফিলিপ স্পার্ত্তা লোকেরদিগের উত্তমরূপে উপকার করিয়াছিলেন। এক দিবস এক মহোৎসবের কালে ঐ স্পার্ত্তালোকেরা তাঁহার অতিশয় অপমান করিল। তাঁহার মিত্রেরা সেই অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্তি জন্মাইল কিন্তু তিনি কেবল এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি তাহারা এই মত দুষ্ট যে আপনারদের প্রতি সুক্রিয়াকারিরদিগকে তাহারা এই মত অপমান করে তবে আপনারদের প্রতি হিংসাকারিরদের প্রতি কি না করিবে।

৮২ অরিলিয়ননামক বাদশাহ।

অরিলিয়ননামক রোমাণের বাদশাহ টিগানা নগরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এবং নগরস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বাররুদ্ধকরত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া এই শপথ করিলেন যে সে নগর অধিকার করিলে তাহার এক কুকুরো জীবিত রাখিব না। সৈন্যেরা ইহা শুনিয়া এবং বহু লুটপ্রাপণের আশা করিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইল। নগর হস্তগত হইলে সৈন্যেরা বাদশাহকে আপনার শপথ

his own oath. He replied, 'I swore I would not leave a dog alive in the town, slay then all the dogs, but mind you touch none of the inhabitants.

83. *Wisdom of Antigonus.*

After Antigonus one of the Captains of Alexander the Great had been declared king of a part of Asia, some of his soldiers who did not believe he was near them, were speaking in the tent with great violence of him. The king, hearing this, lifted up the curtain of their tent and said to them, "Speak softly, else your king will hear you."

84. *Miraculous shot.*

This little narative relates to a Hottentot of the name of Von Wyler, and we give the story of his perilous and fearful deed in his own words: "It is now," said he, "more than two years since in the very place where we stand, I took a shot with my gun of unpa-

পূর্ণ করিতে মিনতি করিল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে আমি নগরের এক কুকুরো জীবিত না রাখিতে শপথ করিয়াছি অতএব তাবৎ কুকুরকে প্রহার কর কিন্তু নগরস্থ লোকেরদের এক জনকে স্পর্শ করিও না।

৮৩ আন্তিগনসনামক সেনাপতির বিবেচনা।

সেকন্দর শাহের আন্তিগনসনামক এক জন সেনাপতি আসিয়ার এক ভাগের রাজারূপে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার কতক সৈন্য রাজা যে নিকটে আছেন ইহা না ভাবিয়া এক তাম্বুতে বসিয়া তাঁহার গ্লানি করিতেছিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাম্বুর পর্দা তুলিয়া তাহারদিগকে বলিলেন যে আস্তেং কথা কহ নতুবা তোমারদের রাজা তোমারদের কথা শুনিবেন।

৮৪ বন্দুকের আশ্চর্য্য লক্ষ।

পশ্চাৎ লিখিতব্য ক্ষুদ্র উপন্যাস কাফ্রিজাতীয় বন বৈলরনামক এক ব্যক্তির সম্পর্কীয়। তাহার সঙ্কটময় ও আশ্চর্য্য কীর্ত্তি তাহার আপনার কথাতে প্রকাশ করা যাইতেছে। সে ইহা কহিল দুই বৎসরের অধিক কাল গত হইল যে স্থানে আমরা দণ্ডায়মান আছি সেই স্থানে অদ্বিতীয় সংশয়

ralleled danger; my wife was sitting in the house near the door, the children were playing about her, I was without, near the house, busied in doing something to a waggon, when suddenly, though it was mid-day, an enormous lion appeared, came up, and laid himself quietly down in the shade upon the very threshold of the door. My wife, either frozen with fear, or aware of the greater danger attending any attempt to fly, remained motionless in her place, while the children took refuge in her lap. The cry they uttered attracted my attention, and I hastened towards the door but my astonishment may be well conceived, though I cannot describe it, when I found the entrance thus obstructed. Although the animal had not seen me, unarmed as I was, escape appeared impossible. Yet I glided gently to the side of the house, up to the window of my chamber, where my loaded gun was standing. By a happy chance

যুক্ত উদ্যোগ আমি বন্দুকের দ্বারা করিলাম আমার স্ত্রী ঘরের মধ্যে দ্বারের নিকটে বসিয়াছিল বালকেরা তাহার আশপাশে ক্রীড়া করিতেছিল আমি বাহিরের ঘরের নিকটে একখান গাড়ি মেরামত করিতেছিলাম ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নকালে অতিবৃহৎ এক সিংহ উপস্থিত হইয়া ভিতরে গিয়া ছায়াতে দ্বারের গোবরাটের নিকটে উপবিষ্ট হইল। আমার ভার্য্যা ভয়েতে স্তব্ধ হইয়া অথবা পলায়নের উদ্যোগে অধিক সঙ্কট দেখিয়া নিস্পন্দরূপে সেইস্থানে রহিল এবং বালকেরা তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। তাহারদের ক্রন্দনের শব্দে আমি সতর্ক হইয়া দ্বারের নিকটপর্য্যন্ত অতি বেগে গমন করিলাম কিন্তু যখন আমি দেখিলাম যে দ্বার সিংহেতে অবরুদ্ধ তখন আমি যেরূপ চমৎকৃত হইলাম তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম কিন্তু সকলেই তাহা বোধ করিতে পারিবেন। সিংহ আমাকে দেখে নাই বটে কিন্তু তৎসময়ে আমি যে রক্ষা পাইব এমত জ্ঞান না করিয়া নিঃশব্দে ঘরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়া আমার কুটরীর খিড়কীর নিকটে গেলাম সেইখানে আমার গুলিপূরা এক বন্দুক ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার খিড়কীর নিকটবর্ত্তি কোণে তাহা খাড়া ছিল

I had set it in a corner close by the window, so that I could reach it with my hand; and still more fortunately, the door of the room was open, so that I could see the whole of the danger. The lion was beginning to move, perhaps with the intention of making a spring; there was no longer any time to think; I called softly to the mother not to be afraid and invoking the name of God, fired my piece. The ball passed directly over my boy's head, and lodged in the forehead of the lion; his eyes shot forth as it were sparks of fire, and rolling on the ground, he resigned his breath.

85. *Astonishing reward of industry.*

When Arkwright, a very poor man in England, went first to Manchester, he hired himself to a petty barber; but being remarkably frugal he saved money out of a very scanty income. With these savings he took a cellar, and commenced business for himself; at the cellar

অতএব হস্ত বিস্তারকরণপূর্ব্বক তাহা অনায়াসে পাইলাম এবং অধিক সৌভাগ্যক্রমে সেই কুটরীর দ্বার মুক্ত ছিল তাহাতে যেপর্য্যন্ত সঙ্কট হইয়াছে ইহা আমি একেবারে দেখিতে পাইলাম তৎসময়ে সিংহ লড়িতে লাগিল হইতে পারে যে সে সময়ে সে লম্ফদেওনে ইচ্ছুক হইয়াছিল। আমি অতিশয় আস্তে স্ত্রীর প্রতি ডাকিয়া কহিলাম যে ভীতা হইও না ভীতা হইও না। অপর ঈশ্বরের নাম করিয়া আমি বন্দুক ছুড়িলাম। গুলি আমার সন্তানের নিজ মস্তকের উপর দিয়া গমন করিয়া সিংহের কপালেতে লাগিল তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চক্ষুহইতে অগ্নিবৎ স্ফুলিঙ্গনির্গত হইয়া সিংহ মৃত্তিকার উপরে গড়াগড়ি দিয়া পঞ্চত্ব পাইল।

৮৫ পরিশ্রমের আশ্চর্য্য ফল।

আরক্রেতনামক এক জন অতিদরিদ্র ইংগ্লণ্ড দেশে প্রথমতঃ মানচেস্তর নগরে গমন করিয়া ক্ষুদ্র নাপিতের দোকানে চাকরী করিতে লাগিল কিন্তু অতিশয় কার্পণ্যপ্রযুক্ত অত্যল্প বেতন পাইয়াও কিছু টাকা সঞ্চয় করিল। এই অল্প পুঁজিতে নীচের এক কুটরী লইয়া আপনি নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কুটরীর বাহিরে বড় অক্ষরে ইহা

head he displayed this inscription: " Subterranean shaving for a half penny." The novelty of the advertisement soon attracted a large number of customers. A neighbouring cobler one day came to his shop in order to be shaved. The fellow had a remarkably strong rough beard. Arkwright beginning to lather him, said he hoped he would give him another half penny, for his beard was so strong it might spoil his razor. The cobler declared he would not; Arkwright then shaved him for the half penny, and immediately gave him two pair of shoes to mend. This was the basis of Arkwright's extraordinary fortune; for the cobler struck with this unexpected favour, introduced him to the inspection of a cotton machine invented by a particular friend of his. Arkwright got possession of the plan; and it gradually led him to establish machines by which he amassed an immense fortune, second to none in the kingdom, and to the acquisition of a title from the king.

লিখিল যে এই কুটরীর নীচে মৃত্তিকার ভিতরের তালাতে এক পয়সাতে লোকেরা ক্ষৌরী হইতে পাইবে। এইরূপ অশ্রুত ইশ্‌তেহার দেখিয়া তাহার নিকটে অত্যল্প কালের মধ্যে সকলি ক্ষৌরী হইতে আইল। এক দিন নিকটবাসি এক মুচি ক্ষৌরী হওনার্থে তাহার দোকানে আইল তাহার দাড়ি অতিশয় শক্ত ও কর্কশ ছিল। আরক্রৈত যখন তাহার দাড়িতে সাবান দিতে আরম্ভ করিল তখন কহিল যে আপনার এক পয়সা অধিক আমাকে দিতে হইবে যেহেতুক আপনার দাড়ি এমত কর্কশ যে তাহাতে আমার ক্ষুরের ধার ভগ্ন হইবে। মুচি কহিল যে আমি আর এক পয়সা কদাচ দিব না। পরে আরক্রৈত তাহাকে কামাইয়া দুই যোড়া জুতা তাহার নিকটে মেরামত করিতে দিল। আরক্রৈতের আশ্চর্য্য ধনের মুল এই যেহেতুক তাহার অনপেক্ষিত অনুগ্রহেতে মুচি তুষ্ট হইয়া আপন মিত্র সূতানির্ম্মাণার্থ যে এক কল প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা আরক্রৈতকে দেখাইল সে সেই কলের নক্‌শা পাইয়া ক্রমে ঐ প্রকার সূত্রনির্ম্মাণার্থ কল সংস্থাপন করিতে লাগিল এবং তাহার দ্বারা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনী হইয়া বাদশাহকর্ত্তৃক এক উপাধিপ্রাপ্ত হইল।

86. *Sir John Purcell.*

In the year 1811, the house of Sir John Purcell, in Ireland, was attacked by a desperate gang of robbers who forced the windows of the parlour adjoining to the room in which he had just retired to rest. They appeared to him to be about fourteen in number. He immediately got out of bed, and his first determination being to make resistence, it was with no small anxiety that he reflected upon the unarmed condition in which he was placed, being destitute of a single weapon. It happily occurred to him that having supped in the bed chamber on that night, a knife had been left behind by accident, and he instantly proceeded to grope in the dark for this weapon, which he fortunately found. He stood in calm but resolute expectation, that the progress of the robbers would soon lead them to his bed chamber; he heard the furniture which had been placed against a door displaced, and

৮৬ সর জন পর্সল।

১৮১১ সালে ঐর্লণ্ডদেশে সর জন পর্সল সাহেবের ঘর অতিশয় অসমসাহস এক দল ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল বিশেষতঃ যে কুটরীতে তিনি শয়ন করিতে গিয়াছিলেন সেই কুটরীর নিকটস্থ কামরার খিড়কী তাহারা বলদ্বারা খুলিল। ঐ সাহেব তাহারদের চৌদ্দ জনকে আসিতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণে শয্যাহইতে উঠিয়া প্রথমতঃ তাহারদের আগমন নিবারণ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার স্থানে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নাই এবং তিনি নিতান্ত অনুপায়ী তখন তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিদুদ্বেগ জন্মিল। অতিশয় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল যে পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি শয়নাগারে ভোজনকরণানন্তর দৈবাৎ সেখানে এক ছুরী রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি অতিশীঘ্র অন্ধকারে সেই অস্ত্রের অনুসন্ধানে গমনপূর্ব্বক হাতড়িয়া২ অতিশয় শুভাদৃষ্টক্রমে সেই ছুরী পাইলেন। ইতিমধ্যে ডাকাইতেরা তাঁহার শয়নাগারে অতিশীঘ্র আসিবে ইহার অপেক্ষায় তিনি অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বী অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিলেন তাঁহার কামরার এক দ্বারের বাহিরে যে সকল লওয়াজিমা দ্রব্য রাখা গিয়াছিল তাহারা তাহা ক্রমে২ সরাইতেছে ইহা শু

immediately afterwards the door was burst open by the robbers. The moon shone with great brightness and when this door was thrown open, the light streaming in through three large windows in the parlour, afforded Sir John a view that might have made an intrepid spirit not a little apprehensive. His bed room was very dark in consequence of the shutters of the windows being closed; thus while he stood enveloped in darkness, he saw standing before him, by the brightness of the moonlight, a body of armed men. Armed only with this knife, and aided only by a dauntless heart, he took his station at the side of the door, and in a moment after, one of the villains entered from the parlour into the dark room. Instantly upon advancing, Sir John plunged the knife into the robber's body, who upon receiving this thrust, rolled back into the parlour, crying out that he was killed.

Shortly after another advanced, who was wounded in a similar manner, and who also

নিলেন এবং কিছু কালপরে সেই দ্বার ডাকাই তেরা খুলিল। সেই সময়ে জ্যোৎস্না ছিল এবং যেমন কপাট মুক্ত হইল তেমন বাহিরের কুটরীর তিনটা খিড়কীহইতে যে আলো প্রবিষ্ট হইল তাহাতে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে কে না ভীত হয়। তাঁহার নিজ শয়নের কুট রীর খিড়কী বন্ধহওয়াপ্রযুক্ত সেই কুটরী অন্ধ কারময় ছিল অতএব তিনি স্বয়ং অন্ধকারে মগ্ন হইয়া আপনার সম্মুখে উত্তমরূপে অস্ত্রান্বিত এক দল ডাকাইত জ্যোৎস্নার দ্বারা দেখিলেন। অত এব কেবল এই ছুরিকা এবং নির্ভয় প্রাণে সুসজ্জ হইয়া তিনি দ্বারের আড়ালে দণ্ডায়মান থাকি লেন এবং এক লহমার পরে দস্যুরদের এক জন বাহিরের কামরাহইতে অন্ধকার কামরায় প্র বেশ করিল। ঐ দস্যু আগমন করিবামাত্র সাহেব তাহার শরীরে ছুরী বিদ্ধ করিলেন এবং সেই ব্যক্তি আঘাতী হইয়া পশ্চাৎস্থ কামরায় হটি তেং কহিল যে আমি হত হইলামং।

কিছু কালপরে অন্য এক জন দস্যু আগত হইলে তদ্রূপে আঘাতী হইয়া টলমল করিয়া বাহিরের

staggered back into the parlour, crying out that he was wounded. A voice from the outside gave orders to fire into the dark room, upon which a man stepped forward with a short gun in his hand. As this fellow stood in the act of firing, Sir John had the amazing coolness to look at his intended murderer, and, without making any noise that might point out the exact spot where he was standing, calmly calculated that the contents of the piece were likely to pass close to his breast without wounding him; in this state of firm expectation he stood without flinching; the piece was fired, and its contents harmlessly lodged in the wall.

As soon as the robber fired, Sir John made a push at him with his knife, and wounded him in the arm, which he repeated again in a moment, and the villain upon being wounded retired as the others had done, exclaiming that he was killed. The robbers immediately rushed forward from the parlour into the dark room,

কুটরীতে ফিরিয়া গেল এবং সেই রূপ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে বাহিরহইতে ডাকাইতেরা অন্ধকার কামরায় গুলি মারিতে হুকুম করিল এবং তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি এক ক্ষুদ্র বন্দুক হস্তে করিয়া অগ্রসর হইল। সেই ব্যক্তি যেমন বন্দুক ছুড়িতে প্রস্তুত হইল তেমন সাহেব অতিশয় নির্ভয়রূপে তাহার মুখের দিগে তাগ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা প্রকাশ না হয় এতন্নিমিত্তে শব্দ না করিয়া অতিশয় স্থিরমনারূপে লক্ষ করিয়া দেখিলেন যে তাহার বন্দুকের গুলি তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিবে কিন্তু তাঁহার শরীরে আঘাত লাগিবে না। এই স্থিরমনস্কাবস্থায় তিনি কিছু না হটিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। ডাকাইত বন্দুক ছুড়িল এবং তাহার গুলি সাহেবের গাত্রে না লাগিয়া দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

গুলি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পর্সল সাহেব ছুরীর দ্বারা তাহার বাহুতে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বারম্বার আঘাত করিলে সেই ডাকাইত আঘাতী হইয়া পূর্ব্ববৎ পশ্চাৎ হটিয়া কহিল যে আমি মরিলাম। ইহা শুনিয়া ডাকাইতেরা সকলেই ঐক্য হইয়া বাহিরের কুটরীহইতে অন্ধকার কুটরীর প্রতি ধাবমান হইল এবং তখন পর্সল সা

and then it was that Sir John's mind recognized the deepest sense of danger. He thought all chance of preserving his own life was over; but he resolved to part with that life only by the death of some of the murderers. The moment the villains entered the room, he struck at the first fellow with his knife, and wounded him. At the same instant one of them gave him a blow on the head, and grappled with him. He stabbed at the fellow with whom he found himself engaged. The floor being slippery with blood, Sir John and his adversary both fell, and while they were on the ground, Sir John thinking that his thrusts with the knife, though made with all his force,* did not seem to produce the decisive effect which they had in the beginning of the conflict, he examined the point of his weapon with his finger, and found that the blade of it had been bent near the point. As he lay struggling on the ground, he endeavoured, but un-

হেব আপনাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন জ্ঞান করিয়া ভাবিলেন যে এইক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হওনের আর কোন উপায় নাই কিন্তু ডাকাইতেরদের ক তক ব্যক্তিকে খুন না করিয়া যে মরিবেন না ইহা নি শ্চয় করিলেন। দস্যুরা কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আগেকার বেটাকে ছুরীর দ্বারা আঘা তি করিলেন তন্মাত্রই সাহেবের মস্তকে আর এক জন একটা ঘা মারিয়া তাঁহার সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করিতে লাগিল। যাহার সঙ্গে এমত হাতাহা তি হইতেছিল তাহার প্রতিও তিনি আঘাত করি লেন। তৎকালে ঘরের মেজিয়া রক্ত ধারাপাতে পিচ্ছল হওয়াতে সর জন পর্সল সাহেব ও তাঁ হার শত্রু উভয়েই পা পিছিলিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহারা যে সময়ে মৃত্তিকাতে পতিত ছি লেন তৎসময়ে সর জন সাহেবের বোধ হইল যে তাবৎ বলপূর্ব্বক ছুরীর দ্বারা আঘাত করিতেছি বটে কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে তাহাতে যাদৃশ ফল দর্শিয়াছিল এইক্ষণে তাদৃশ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। তাহাতে তিনি ঐ ছুরীর অগ্রভাগ অঙ্গুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে কিঞ্চিৎ নুইয়া গিয়াছে। অপর মৃত্তিকাতে পড়িয়া কুস্তাকুস্তি করণ সময়েই ঐ ছুরীর অগ্রভাগ সোজা করি

successfully to straiten it. While making this attempt, he perceived that the grasp of his adversary was losing its pressure, and in a moment after he found himself released from it, the fellow being in the arms of death. At length the robbers, finding so many of their party killed or wounded, employed themselves in removing the bodies out of the house. Sir John embraced this opportunity of retiring to a place of safety, a little distant from the house. On the departure of the banditti he returned, and placing his daughter-in-law and grand-child in a place of safety, took all the necessary precautions to prevent his being again attacked. One of the robbers was afterwards apprehended, and on his trial confessed that the party had consisted of nine persons, of whom two had been killed and three wounded by the single arm of Sir John Purcell.

87. *Coolness of Frederick the Great.*

Frederick the Great, the King of Prussia,

ত্তৈ চেষ্টা পাইলেন কিন্তু পাইলেন না। এমত উদ্যোগ করত দেখিলেন যে তাঁহার শরীরের প্রতি শত্রুর হস্তের গ্রাস কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহাহইতে একেবারে মুক্ত হইলেন কারণ ঐ দস্যু মৃত্যুর গ্রাসেই পড়িয়াছিল। পরিশেষে দস্যুরা আপনারদের অনেককে হত বা আঘাতি দেখিয়া শব সকল বাহির করিতে লাগিল। এবং সর জন সাহেব এই সুসময় বুঝিয়া ঘরহইতে কিঞ্চিদন্তরে একটা নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আশ্রয় লইলেন। দস্যুরা প্রত্যাগমন করিলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আপনার পুত্রবধূ ও পৌত্রকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাহারা পুনরাক্রমণ করিতে নাপারে এমত উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পরে দস্যুরদের মধ্যে এক জন ধরা পড়িয়া মোকদ্দমার সময়ে কবুল করিল যে আমারদের দলের মধ্যে নয় জন ছিল একাকি সর জন সাহেবের সাহসেতে তন্মধ্যে দুই জন হত এবং তিন জন দারুণ আঘাতী হয়।

৮৭ মহা ফ্রেড্রিকের অনুপম স্থিরতা।

প্রুসীয়ার রাজা মহা ফ্রেড্রিক এক সময়ে রুসী

being once posted with his troops at Newmarck opposite to the immense Russian army, which was separated from him only by a river, went out to reconnoitre the enemy with a single page and an officer. Having laid his glass upon the shoulder of the page, he began to observe the Russians, who as soon as they perceived him, kept up a smart fire upon the spot where he stood. The balls struck the ground on all sides, and threw up the earth which covered his coat and hat. At last the officer thought it his duty to apprize his Majesty of the danger, and pointed out the effect of the enemy's shot upon his clothes. The king did not answer him for some time, but at length turned his head, and said with great composure, 'If you are afraid, you may go back,' and then continued his observations. After having seen every thing he wished, he said to the trembling page, 'Now I have done, you may pack up every thing.' Then

য়েরদের বহুসংখ্যক সৈন্যেরদের সম্মুখবর্ত্তি নিউমার্কস্থানে সসৈন্যে অবস্থিত ছিলেন মধ্যস্থানে কেবল এক নদী ব্যবহিতা ছিল। পরে তিনি এক বালক ভৃত্য ও সেনাপতিসমভিব্যাহারে বিপক্ষের দের তত্ত্ব লইতে গমন করিলেন। অপর এক দুর বিন ঐ ভৃত্যের স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া রুসীয়ে রদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রুসীয়েরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ঐ স্থানের প্রতি অবিরত গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ গোলা ইতস্ততঃ মৃত্তিকাতে লাগাতে মৃত্তিকাসকল উড্ডীয়মানা হইয়া রাজার কুর্ত্তি ও টুপি তাহাতে ধূসর হইল অবশেষে সঙ্গি সেনাপতি উপস্থিত সঙ্কট রাজাকে দর্শাইতে আব শ্যক বোধ করিয়া বিপক্ষেরদের গোলায় রাজার বস্ত্রাদির যে কিরূপ দশা হইয়াছে তাহা রাজাকে দর্শাইলেন। রাজা কিঞ্চিৎ কাল কিছু উত্তর না করি য়া পরিশেষে তাঁহার প্রতি মস্তক ফিরাইয়া কহি লেন যে তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে তবে তুমি ফিরিয়া যাও ইহা কহিয়া আপনি পূর্ব্ববৎ নিরী ক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ইচ্ছানুরূপ তাবদ্দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পায়মান ঐ ভৃত্য বালককে কহি লেন যে আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এইক্ষণে সকল

being once posted with his troops at New-marck opposite to the immense Russian army, which was separated from him only by a river, went out to reconnoitre the enemy with a single page and an officer. Having laid his glass upon the shoulder of the page, he began to observe the Russians, who as soon as they perceived him, kept up a smart fire upon the spot where he stood. The balls struck the ground on all sides, and threw up the earth which covered his coat and hat. At last the officer thought it his duty to apprize his Majesty of the danger, and pointed out the effect of the enemy's shot upon his clothes. The king did not answer him for some time, but at length turned his head, and said with great composure, 'If you are afraid, you may go back,' and then continued his observations. After having seen every thing he wished, he said to the trembling page, 'Now I have done, you may pack up every thing.' Then

য়েরদের বহুসংখ্যক সৈন্যেরদের সম্মুখবর্ত্তি নিউমার্কস্থানে সসৈন্যে অবস্থিত ছিলেন মধ্যস্থানে কেবল এক নদী ব্যবহিতা ছিল। পরে তিনি এক বালক ভৃত্য ও সেনাপতিসমভিব্যাহারে বিপক্ষের দের তত্ত্ব লইতে গমন করিলেন। অপর এক দুর বিন ঐ ভৃত্যের স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া রুসীয়ে রদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রুসীয়েরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ঐ স্থানের প্রতি অবিরত গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ গোলা ইতস্ততঃ মৃত্তিকাতে লাগাতে মৃত্তিকাসকল উড্ডীয়মানা হইয়া রাজার কুর্ত্তি ও টুপি তাহাতে ধূসর হইল অবশেষে সঙ্গি সেনাপতি উপস্থিত সঙ্কট রাজাকে দর্শাইতে আব শ্যক বোধ করিয়া বিপক্ষেরদের গোলায় রাজার বস্ত্রাদির যে কিরূপ দশা হইয়াছে তাহা রাজাকে দর্শাইলেন। রাজা কিঞ্চিৎ কাল কিছু উত্তর না করি য়া পরিশেষে তাঁহার প্রতি মস্তক ফিরাইয়া কহি লেন যে তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে তবে তুমি ফিরিয়া যাও ইহা কহিয়া আপনি পুর্ব্ববৎ নিরী ক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ইচ্ছানুরূপ তাবদ্দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পায়মান ঐ ভৃত্য বালককে কহি লেন যে আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এইক্ষণে সকল

mounting his horse, he rode gently back to his camp.

88. *Intrepid Bishop.*

A house in the town of Auch had taken fire; in the highest story of it there was a feeble old woman, cut off from all chance of escape. The bishop of the place offered a reward of 2000 Rupees to any one who would rescue her from destruction; but none came forward. The flames made rapid progress, and the unfortunate woman was on the point of perishing, when the bishop wrapped a wet cloth around him, rushed into the burning pile, reached the woman, and brought her down in safety.

89. *Buktiyar Khullijy.*

The first chief who raised the Moosulman standard in Bengal was Buktiyar Khullijy.

বন্ধ কর। ইহা কহিয়া তিনি স্বীয় অশ্বারোহণে অতি ধীরে২ স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন।

৮৮ সাহসিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

অথ নগরের এক গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল উপরিস্থ তালায় এক বৃদ্ধা স্ত্রী ছিল তাহার রক্ষা পাওনের কিছু মাত্র উপায় ছিল না। পরে ঐ স্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিলেন যে ঐ স্ত্রীকে যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারিবে তাহাকে আমি পারিতোষিক দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব কিন্তু তৎকর্ম্মে কেহই অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে অগ্নির অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ অভাগা স্ত্রীকে প্রায় আসন্নমৃত্যু দেখিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় একখান আর্দ্র বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া সেই অগ্নিময় গৃহমধ্যে অতি বেগে প্রবেশ করত স্ত্রীকে লাগাইল পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে নামাইয়া আনিলেন।

৮৯ বক্তিয়ার খলেজী।

যে সেনাপতিকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে জাবনিক পতাকা প্রথম উড্ডীয়মানা হয় তাঁহার নাম বক্তিয়ার খলে

His appearance was mean, and his person so deformed, that when he offered to enlist into the army of Mahomedan Ghory of Lahore, he was refused admittance. Finding it impossible to obtain a place in the imperial service, he enlisted as a horseman in the service of one of the provincial governors, and his activity, courage and abilities very soon secured his promotion. Having signalized himself on several important occasions he was at length appointed to command the army which was destined to the conquest of Behar.

In this employment he was eminently successful, and returned at the end of two years laden with plunder. The Viceroy, pleased with his conduct, conferred such honour on him as raised the envy of his competitors and led them to determine on his removal from the Court. The plot which they devised for his disgrace was this; when the whole Court was assembled, some of the nobles took an opportunity of introducing the subject of the

জী। দর্শনে তিনি অতি কুৎসিত এবং তাহার শ রীর এমত বিরূপ যে লাহোরের অধ্যক্ষ মহম্মদ ঘোড়ীর সৈন্যেরদের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে চেষ্টা পা ইলে ঐ সেনাপতি তাঁহাকে কদাচ প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। অতএব বাদশাহের চাকরীতে স্থান পাওয়া অসাধ্য দেখিয়া তিনি অশ্বারূঢ়ের ন্যায় এক জন সুবাদারের চাকরিতে প্রবেশ করিলেন। এবং তাঁহার নিকটে আপনার চালাকি সাহস গুণ দর্শাইয়া তিনি অতি শীঘ্র উচ্চ পদপ্রাপ্ত হই লেন। পরে নানা গুরুতর কার্য্যে তাঁহার বীর্য্য প্রকাশমান হইলে সুবা বেহার জয় করণার্থে যে সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহার আধিপত্য প্রাপ্ত হই লেন।

ঐ কর্ম্মে তিনি অত্যাশ্চর্য্য কৃতকৃত্য হইয়া দুই বৎসরান্তর লুটিত ধনে ভারাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগ মন করিলেন। পরে সুবাদার তাঁহার কর্ম্মে অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমত সম্ভ্রম করিলেন যে তা হাতে তৎ প্রতিযোগি ব্যক্তিরদের ঈর্ষা জন্মিল এবং তাঁহারা নিতান্তই তাঁহাকে দরবারহইতে তা ড়িয়া দিতে নিশ্চয় করিলেন। অপমান করণার্থ তাঁ হারা যে ষড়যন্ত্র করেন সে এই। একদিবস তাবৎ লোক দরবারে সমাগত হইলে কতক ওমরা সু

recent conquest of Behar, and of extolling the daring bravery of Buktiyar; adding, that they were sure he would single handed contend with and overcome a fierce elephant; this was contradicted by others, and the matter was referred to the Viceroy, who propounded it to Bukhiyar. He, dreading the imputation of cowardice boldly agreed to try the contest.

A large elephant was then introduced into the area in front of the Palace, and Buktiyar without making any other preparation, simply threw off his upper garment, and girding up his loins, advanced with a battle axe in his hand. The elephant, urged on by his driver, made a charge at Buktiyar, who dexterously avoided it, and at the same time struck the elephant with his battle axe with such force on the trunk, that the animal screamed and ran off. Shouts of wonder resounded through the palace, and the Viceroy not only presented the general with a large

যোগ বুঝিয়া বেহারের সম্প্রতিকার অধিকার করণের কথা উল্লেখ করিলেন এবং বক্তিয়ারের অসম সাহসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে অবশ্যই ইনি সহকারিতাব্যতিরেকে মত্ত হস্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় করিতে পারেন। অন্য আমলারা কহিলেন যে না কখন ইহা পারেন না। পরে এতদ্বিষয় সুবাদারের নিকটে অর্পণ হইলে তিনি বক্তিয়ারের নিকটে তাহা প্রস্তাব করিলেন। বক্তিয়ার আপনাকে পাছে ভীরু বলে এই ভয়ে অতি সাহসপূর্ব্বক ঐ যুদ্ধ করাও স্বীকার করিলেন।

অপর রাজবাটীর সম্মুখবর্ত্তি উঠানে বৃহৎ এক মত্ত হস্তী আনীত হইল এবং বক্তিয়ার অন্য কোন বিষয়ে সসজ্জ না হইয়া আপনার উত্তরীয় বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া কেবল কটিবন্ধনপূর্ব্বক এক কুঠার হস্তে করিয়া অগ্রসর হইলেন। হস্তিপকের দ্বারা হস্তী চালিত হইয়া বক্তিয়ারের উপর চড়াউ করিল। তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে এক দিগে সরিয়া এককালে হস্তির শুণ্ডোপরি কুঠারের দ্বারা এমত আঘাত করিলেন যে হস্তী চীৎকার শব্দ করত পলায়ন করিল। তৎক্ষণাৎ রাজবাটীময় এককালে অতিবিস্ময়সূচক রব হইল এবং সুবাদার ঐ বক্তিয়ার সেনাপতিকে বহু সংখ্যক মুদ্রা প্রদান

sum of money himself, but ordered all the nobles to present offerings to him likewise. The sum collected on this occasion was very considerable, but Buktiyar scorning to touch it, distributed the whole among the servants of the court.

Shortly after this event he was appointed governor of Behar, with orders to extend his conquests over all the neighbouring countries.

90. *Muley Mooluk.*

The Africans record wonders of the life and death of their King Muley Mooluk, who was invaded in his own dominions by Sebastian King of Portugal. The Royal Moor was wasted away by sickness when the invasion took place, and on the day of battle was ready to expire. Being brought to his camp in a litter, he gave particular orders to his officers to conceal his death, if he should expire during the action. He was conveyed from

করিলেন এবং তদতিরিক্ত তাবৎ ওমরাদিগকে তদনুরূপ তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। এতদ্রূপে যে মুদ্রা সংগৃহীত হয় সে অতিবহুসংখ্যক কিন্তু বক্তিয়ার তাহার এক পয়সা মাত্র স্পর্শ না করিয়া দরবারের ভৃত্যগণকে বণ্টনপূর্ব্বক বিতরণ করিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ কালপরে তিনি বেহারের সুবাদারী পদে নিযুক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তি প্রদেশ সকল জয় করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

৯০ মূলিমূলক।

আফ্রিকীয়েরা আপনারদের রাজা মূলিমূলক জীবদ্দশায় ও মুমূর্ষু অবস্থায় যে কর্ম্ম করিলেন তাহা আশ্চর্য্যরূপ বর্ণনা করেন। সিবাস্তিয়াননামক পোর্ত্তুগালের রাজা তাঁহার অধিকারের উপর আক্রমণ করিলেন। আক্রমণসময়ে ঐ মুসলমান রাজা রোগে অতিজীর্ণ এবং যুদ্ধের দিবসে মুমূর্ষু প্রায় ছিলেন। তিনি একখান ডুলিতে শিবিরে আনীত হইয়া স্বীয় সেনাপতিরদিগকে বিশেষ আজ্ঞা দিলেন যে যুদ্ধ করিতে২ যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তাহা অতিগোপন করিবা পরে সৈন্যের এক শ্রেণীহইতে অপর শ্রেণীতে বাহিত

rank to rank, and exhorted the Moors to fight valiantly in defence of their religion and their country. The battle commenced, and the king's right wing was pushed by the Portugueze troops. When the dying monarch saw his troops in disorder, and flying before the enemy, he leaped out of the litter, and endeavoured, though in the embrace of death, to re-aminate them. His officers endeavoured in vain to restrain him; sword in hand he moved through his flying troops, who, encouraged by the example of their prince, returned to the charge, repulsed the enemy and regained their honour. The king had no sooner performed this heroic deed than he fainted in the arms of his generals, and was conveyed back in his litter to the camp, where he expired shortly after.

91. *Sir Isaac Newton.*

Sir Isaac Newton, one of the greatest philo-

হইয়া মুসলমানেরদিগকে স্বীয় দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবোধ জন্মাইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই পোর্ত্তুগীসীয় সৈন্যের বাদশাহের দক্ষিণাংশের সৈন্যেরদিগকে কিঞ্চিৎ হঠাইয়া দিল। ঐ মুমূর্ষু রাজা স্বীয় সৈন্যেরদের মধ্যে গোলমাল ও তাহারদিগকে বিপক্ষেরদের সম্মুখ হইতে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ডুলিহইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া যদ্যপিও তিনি তদানীং প্রায় মৃত্যুমুখগত তথাপি তাঁহারদিগকে অনেক প্ররোচনা বাক্য কহিলেন। তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহাকে থামাইতে উদ্যোগ করিলেন বটে কিন্তু পারিলেন না তলবারহস্ত হইয়া তিনি আপনার ঐ পলাতক সৈন্যেরদের মধ্যদিয়া যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন এবং তাহারা স্বীয় রাজার সাহসের আদর্শ দৃষ্টে সাহসিক হইয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে ফিরিয়া আসিয়া বিপক্ষেরদিগকে তাড়াইয়া দিল ও আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখিল। এই অসম সাহসিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবামাত্র রাজা স্বীয় সেনাপতিরদের হস্তে একেবারে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইলেন এবং সৈন্যেরা তাঁহাকে শিবিরপর্য্যন্ত ডুলিতে লইয়া গেলে সেই স্থানেই তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল।

৯১ সর আইজক নিউটন।

সর আইজক নিউটন পৃথিবীর মধ্যে পণ্ডিতচূ

sophers the world has ever produced, was at the same time a man of peculiar mildness of character. He had been employed for a long time on a series of calculations on which he had bestowed extraordinary labour. One evening having indiscreetly left his door open, his little dog Fido went in and threw down his candle, which set fire to his valuable papers and entirely consumed them. When Newton entered the room and saw the irreparable mischief which had been done, he simply exclaimed, Ah Fido, you know not what harm you have committed.

92. *Drinking up the Sea.*

Amasis, king of Egypt, was reputed one of the most learned men of his time, and through his love of science, had shewn peculiar marks of favour to Thales, the philosopher of Miletus. Between Amasis and the king of Ethiopia there subsisted an extraordinary emulation;

স্তামণি অথচ অতি কোমলস্বভাব ছিলেন। তিনি বহুকালপর্য্যন্ত গণনার একদীর্ঘ শ্রেণীতে অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। এক দিবস অপরাহ্নে তিনি অনবধানতাপূর্ব্বক স্বীয় গৃহের দ্বার মুক্ত রাখিয়া বহির্গত হইলেন তাহাতে ফায়ডোনামক তাঁহার এক ক্ষুদ্র কুকুর কুঠরীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রজ্ব লিত বাতী ফেলিয়া দেওয়াতে তাঁহার ঐ অতি বহু মূল্য কাগজপত্রে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ পুড়িয়া গেল। নিউটন কুঠরীতে আগমন করত ঐ অপ্রতি কার্য্য ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই মাত্র কহিলেন যে হায় ফায়ডো আমার যে কত ক্ষতি করিয়াছিস্ তাহা তুই জানিস্ না।

৯২ সমুদ্র পানকরণ।

আমাসিসনামক মিসর দেশের রাজা তৎকালের গুণিগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্তাসক্তহওয়াতে মাইলিটস নগরের থালিসনামক পণ্ডিতের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করি য়াছিলেন। ইথিয়োপিয়া দেশের রাজার সঙ্গে ঐ আমাসিসের আশ্চর্য্য প্রতিযোগিতা ছিল এবং তাঁহারা পরস্পর অতিগূঢ় বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা

each proposed questions to the other difficult to be solved, and sometimes staked whole districts in their dominions.

In one of these disputes the king of Egypt finding himself unable to maintain the contest himself, or to obtain adequate assistance from the learned men of his own dominions, sent a letter to Bias the Philosopher, the contents of which were as follow:

Amasis, king of Egypt, to Bias, the wisest of the Greeks. The king of Ethiopia copeth with me for pre-eminence in wisdom. Repeatedly overcome by me, he hath at length made a strange demand, that I should drink up the sea. If I resolve this proposition I shall acquire from him many towns and cities: if otherwise, I must lose much of my territories. Consider the matter, and send me an answer with all speed.

When Bias received this letter he was residing in company with many of the philosophers of the age at Corinth. As soon as he

করিয়া থাকিতেন এবং কখনং উত্তর দেওনের বিষয়ে স্বং রাজ্যের কোনং প্রদেশ পণ রাখিতেন।

এতদ্রূপ বিচার করত এক সময়ে মিসরদেশীয় রাজা স্বয়ং ঐ বিচারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া এবং স্বীয় রাজ্যের মধ্যে পণ্ডিতগণের উপযুক্ত মত সাহায্য না পাইয়া বিয়াস পণ্ডিতের নিকটে পত্র লিখিলেন তাহার মর্ম্ম এই।

গ্রীকীয়েরদের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য বিয়াসের প্রতি মিসরদেশীয় রাজা আমাদিগের নিবেদন। ইথিয়োপিয়ার রাজা আমার সঙ্গে বিদ্যা বিষয়ে প্রতিযোগিতাচরণ করিতেছেন বারম্বার আমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও এইক্ষণে আমার নিকটে এই দাওয়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন যে তোমার সমুদ্র পান করিতে হইবে। যদি আমি এই কথার সদুত্তর প্রদান করিতে ক্ষম হই তবে তাঁহার স্থানে অনেক নগর পাইতে পারি নতুবা আমার অধিকারের অনেক ক্ষতি হয়। অতএব ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া অতিশীঘ্র সদুত্তর প্রেরণ করিবেন।

বিয়াস পণ্ডিতমণি যখন এই পত্র প্রাপ্ত হইলেন তখন কোরিন্থ নগরের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত লোকের সমাজচক্রে উপবিষ্ট ছিলেন। পত্র

had perused it, he addressed the messenger and said, Why will Amasis who possesses so large a country and commands so many men, drink up the sea for a few obscure villages? The messenger replied, if he was desirous of doing it, tell me how he may accomplish it. The Philosopher answered, the demand of the king of Ethiopia concerns only that which is now in the sea, not that which shall hereafter flow into it. Bid the king withhold the rivers from running into the sea until, Amasis shall have drunk up that which is now therein. This ingenious reply delighted the philosophers, and the king's messenger returned with great satisfaction.

93. *Lord Stair and Louis* XV.

Louis XV. was told that Lord Stair, the English embassador at his Court, was one of the best bred men in Europe. I shall soon put him to the the test, said the king; and

পাঠকরণানন্তর তিনি রাজদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে তোমার রাজা আমাসিস অতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এবং বহুপ্রজার অধিপতি অতএব তিনি কি নিমিত্ত কএক ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপণাশয়ে অতিপরিশ্রমে সমুদ্র পান করিবেন। দূত উত্তর করিল ভাল সে যাহা হউক যদ্যপি তিনি সমুদ্র পান করিতেই ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই বা কিরূপে সম্পন্ন করিবেন তাহা আজ্ঞা করুন। তাহাতে পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে ইথিয়োপিয়ার রাজা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদ্রের বর্ত্তমান জলপানবিষয়ক কিন্তু আগমিষ্যৎ জলপানবিষয়ক নহে অতএব তাঁহাকে কহ যে সমুদ্রের বর্ত্তমান জল আমাসিস যেপর্য্যন্ত পান না করিবেন সেই পর্য্যন্ত তাবন্নদনদী বদ্ধ করুন যে যাহাতে সমুদ্রে অন্য কোন জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। এই অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তরের দ্বারা পণ্ডিতগণ অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজদূতও অত্যানন্দে প্রস্থান করিল।

৯৩ লার্ড ষ্টের ও পঞ্চদশ লুইশ রাজা।

পঞ্চদশ লুইশ রাজাকে কথিত হইয়াছিল যে তাঁহার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল লার্ড ষ্টের সাহেব ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য। রাজা উত্তর করিলেন ভাল তাহা শীঘ্রই পরীক্ষিত

asking Lord Stair to take an airing with him, as soon as the door of the coach was opened, he bade him pass and go in: the other bowed and obeyed. The king said, the world is in the right in the character it gives you: another person would have made me wait with ceremony.

94. *Honour.*

After the battle of Culloden, in the year 1745, a reward of thirty thousand pounds was offered to any one who should discover or deliver up the young Pretender, who had endeavored to obtain the throne of England. He had taken refuge with two common thieves, who protected him with the greatest fidelity; robbed for his support, and often went in disguise to purchase provisions for him. A considerable time afterwards, one of these men, who had resisted the temptation of thirty thousand pounds from a regard to his honour, was

১৭৪৫ সালে কলোডেন স্থানের যুদ্ধনান্তর রাজ্যাকাঙ্ক্ষি যে যুবরাজ ইঙ্গলণ্ডের সিংহাসন প্রাপণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া দেওয়া বা ধরিয়া দেওনার্থ গবর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদানের ঘোষণা করিলেন। যুবরাজ তৎকালে দুই জন চোরের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহারা অতিবিশ্বস্ততারূপে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতিপালনার্থ চুরি করিত এবং কখন তাঁহার আহারীয় দ্রব্য ক্রয়করণার্থ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিত। তাহার অনেককাল পরে এই যে চোরেরা আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখণের নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত পুরস্কার লইতে

হইবে পরে তাঁহার সঙ্গে বায়ুসেবনার্থ ঐ উকীলকে আহ্বান করিয়া গাড়ির দ্বার মুক্ত হইবা মাত্র তাহাকে অগ্রসর হইয়া আরোহণ করিতে কহিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা করিলেন। তাহাতে রাজা কহিলেন আপনকার সভ্যতাবিষয়ে যাহা লোকে কহে তাহা যথার্থ বটে কারণ এমত স্থলে অন্যব্যক্তি হইলে এমত ওজোর করিয়া আমাকে ত্যক্ত করিত যে না মহারাজ আপনি অগ্রে আরোহণ করুন।

৯৪ সম্ভ্রম।

hanged for stealing a cow, the value of thirty shillings.

95. *Siege of Calais.*

After a twelvemonth's siege of Calais, during which the inhabitants were reduced to the last extremity by famine and fatigue, the city was taken by Edward the III. Irritated by the long resistance he had encountered, he often declared, that when put in possession of the place, he would take signal vengeance on the inhabitants. It was therefore, not without great difficulty that he was persuaded to accept of their submission, only upon condition that six of the most considerable citizens should be sent to him to be disposed of as he thought proper. He gave orders that they should be led barefooted and bareheaded into his camp, with ropes about their necks, in the manner of criminals prepared for execution. On these conditions, he promised to

share the lives of all the remainder. The apparent cruelty of this requisition threw the inhabitants into the utmost distress. At last, one of the principal citizens, Eustace de St. Pierre, stepped forth, and declared himself willing to encounter death for the safety of his friends and companions.

Five more successively followed his example. These six heroic men, marching out like criminals, laid the keys of the city at Edward's feet. But their submission did not appease his resentment, and he persisted in his resolution to send them to execution, till his queen, who was at the time in the camp, threw herself on her knees before him, and, with tears in her eyes, implored him to have mercy on those brave citizens. At her earnest intercession, they were set at liberty.

শুনিয়া নগরস্থেরা দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল। পরিশেষে নগরনিবাসি যুস্তাস সেণ্ট পিয়রনামক অতি মান্য এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে আমার মিত্র ও প্রতিবাসি নগরস্থেরদের প্রাণ রক্ষার্থ আমি আপনার প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তৎপরে আর পাঁচ জনও তাঁহার সদৃশ উদ্যোগ করিলেন। এই ছয়টি সাহসিক পুরুষ অপরাধির ন্যায় নগরহইতে বহির্গত হইয়া এড্বার্ড রাজার পায়ের নিকটে নগরের চাবি রাখিলেন। কিন্তু তাঁহারদের এতদ্রূপ নম্র হওয়াতেও রাজার ক্রোধ শাম্য না হইয়া বরং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহারদের প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু রাণী তৎসময়ে ছাউনীতে ছিলেন তিনি রাজার নিকটে পাতিতজানু ও অশ্রুপূর্ণা হইয়া ঐ সাহসিক ব্যক্তিরদের প্রাণ রক্ষার্থ অনেক বিনীতি করিলেন এবং রাণীর অত্যন্ত বিনয় বাক্যেতেই তাঁহারা মুক্ত হইলেন।

CONTENTS.

PART I.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

CONTENTS.

PART I.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

PART II.

দ্বিতীয় ভাগ।

THE END.

সমাপ্ত।